145560 - মুসলিম স্বামীর উপর কি তার খ্রিস্টান স্ত্রীর ফিতরা পরিশোধ করা ফরয

প্রশ্ন

স্বামীর উপর কি খ্রিস্টান স্ত্রীর ফিতরা পরিশোধ করা অপরিহার্য?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইতিপূর্বে 99353 নং প্রশ্নোত্তরে স্বামীর উপর তার মুসলিম স্ত্রীর সদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা পরিশোধ করার দায়িত্ব রয়েছে কিনা এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ আলোচিত হয়েছে।

আর স্ত্রী আহলে-কিতাব (খ্রিস্টান ও ইহুদী) হলে স্বামীর উপর তার ফিতরা পরিশোধ করা আবশ্যক নয়। কেননা ফিতরা শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ফরয।

এ কথার প্রমাণ রয়েছে ইবনে উমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন:“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকে স্বাধীন-ক্রীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় মুসলমানের উপর যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা ফরজ করেছেন: এক সা’ পরিমাণ খেজুর কিংবা যব।”[সহিহ বুখারী (১৫০৩)ও সহিহ মুসলিম (৯৮৪)]

হাদিসের উক্তি: “মুসলমানের উপর” প্রমাণ করছে যে, সদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা ফরয হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। কাফেরের উপর ফিতরা ফরয নয়। এটি সর্বসম্মত অভিমত।[সুবুলুস সালাম (১/৫৩৮) থেকে সমাপ্ত]

‘মুগনিল মুহতাজ’ নামক গ্রন্থে (২/১১২) এসেছে যে, “কোন কাফেরের উপর ফিতরা নেই। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মুসলমানদের উপর” এবং এ মর্মে রয়েছে ইজমা রয়েছে। এটি মাওয়ারদির বক্তব্য। কেননা ফিতরা হচ্ছে পবিত্রকারী; কাফেরেরা তো এর আওতায় পড়ে না।”[সমাপ্ত]

হাফেয ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে (৩/৩৬৯) বলেন:

তাঁর উক্তি: “নর-নারী” থেকে অবলীলায় বুঝা যাচ্ছে যে, ফিতরা নারীর উপর ফরয; চাই নারীর স্বামী থাকুক বা না থাকুক...। এরপর তিনি বলেন: আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, কাফের স্ত্রীর ফিতরা পরিশোধ করা মুসলমানের উপর ফরয নয়।” [সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।